



610 - বনে-নামাযীর তওবা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি আমার জন্মদেগেরি একটা দীর্ঘসময় নামায আদায় করনি। আমি আল্লাহর কাছে তওবা করে গত দুই বছর ধরে নিয়মতি নামায আদায় করছি। জীবনরে য়ে দীর্ঘসময় নামায আদায় করনি সটোর কী হুকুম হবয়ে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

আপনি আপনার উপর আল্লাহর নয়োমতরে কথা স্মরণ করুন য়ে, আপনি বনে-নামাযী ছিলনে; কনিতু আল্লাহ আপনাকে ইসলামরে দকি়ে ফরিয়ি়ে এনছেনে। সুতরাং ওয়াক্তমত নিয়মতি নামাযগুলো আদায় করুন। বেশি বেশি নফল নামায আদায় করুন; য়াতে করে এ নফল নামাযগুলো আপনার ছুটে য়াওয়া ফরয নামাযরে প্রতকির হতে পারে। য়মেনটি এসছে হুরাইছ বনি ক্বাবসি (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদসি়ে তিনি বলনে, আমি মদনীয় আসার পর দোয়া করলাম: হে আল্লাহ, আমার জন্য একজন সৎ সঙ্গি পাওয়া সহজ করে দনি। এরপর আমি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর মজলসি়ে বসে বললাম, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, আল্লাহ য়নে আমাকে একজন সৎ সঙ্গি দান করনে। আপনি আমাকে এমন একটি বাণী শুনান য়ে বাণীটি আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকে শুনছেনে; আশা করি সয়ে বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবনে। তখন তিনি বললনে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছি তিনি বলনে: কয়িমতরে দনি বান্দার কাছ থকে সর্বপ্রথম য়ে আমলরে হিসাব নয়ো হবয়ে সটো হচ্ছয়ে- নামায। য়দি নামায ঠকি থাকে তাহলে সয়ে উত্তীর্ণ ও সফলকাম হবয়ে। আর য়দি নামায ঠকি না থাকে তাহলে সয়ে ব্যর্থ ও বফিল হবয়ে। য়দি তার ফরয নামাযে কিছু ঘাটতি থাকে তখন রব্ব বলবনে: দেখে; আমার বান্দার কোন নফল আমল আছে কি? থাকলে সটো দয়ি়ে ফরযরে ঘাটতি পূরণ করা হবয়ে। এভাবে তার বাকী আমলগুলোরও হিসাব নয়ো হবয়ে।”[সুনানে তরিমযি (813), সহিহুল জামে (2020)]

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হাদসিটি আনাস বনি হকীম আল-যাব্বি থকে বর্ণতি হয়ছে য়ে, তিনি মদনীয় আসার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত হল। তিনি আমার বংশ-পরচিয় জিজ্ঞাসে করলনে। আমি আমার বংশ-পরচিয় উল্লেখ করলাম। এরপর তিনি বললনে: ওহে যুবক, আমি কিতোমাকে একটি হাদসি বর্ণনা করব না? আমি বললাম: অবশ্যই; আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। (বর্ণনাকারী ইউনুছ বলনে: আমার ধারণা হচ্ছয়ে- তিনি কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেই বর্ণনা করছেনে।) তিনি বলনে: কয়িমতরে দনি মানুষরে কাছ থকে সর্বপ্রথম য়ে আমলরে হিসাব নয়ো হবয়ে সটো হচ্ছয়ে-



নামায। তিনি বলনে, আমাদরে রব্ব ফরেশেতাডরেককে বলবনে -অথচ তিনি সম্যক অবগত-: তোমরা আমার বান্দার নামায দখে; আমার বান্দা কি নামায পরপূরণভাবে আদায় করছে; নাকি নামাযে ঘাটতি আছে? যদি নামায পরপূরণ পাওয়া যায় তাহলে নামায পরপূরণ হিসেবে লখো হবে। আর যদি নামাযে ঘাটতি পাওয়া যায় তখন রব্ব বলবনে: দখে, আমার বান্দার নফল নামায আছে কনি? যদি নফল নামায থাকে তখন বলবনে: নফল দিয়ে আমার বান্দার ফরযরে ঘাটতি পূরণ কর। এভাবে অন্য আমলগুলোর হিসাব নয়ো হবে।”[সহিহুল জামে (২৫৭১)]

বে-নামাযরি তওবার ব্যাপারে আরও বিস্তারতি জানতে 91411 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।